ঝরা ফুলের হাসি
মোহাম্মদ শাহ্‌জামাল সর্দ্দার

ঝরা ফুলের হাসি

মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দ্দার

আজকের বাংলা

উনসানী, হাওড়া-৭১১৩০২

JHARA PHOOLER HASI

A Collection of Bengali Poems

By

Md. Shah Jamal Sardar

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৪ ফাল্গুন ১৪০৯, ৯ মার্চ - ২০০৩

গ্রন্থস্বত্ব ঃ মোস্তাকিমা বেগম

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম ঘোষ

বর্ণবিন্যাস ঃ পুষন চক্রবর্ত্তী, উত্তর মৌড়ী, হাওড়া।

মুদ্রণ ঃ রয়েজ পাবলিসিটি সার্ভিস, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলকাতা।

প্রকাশনা ঃ আজকের বাংলা, উনসানী, হাওড়া।

প্রাপ্তিস্থান ঃ সরকার বুক স্টোর, ৮০/৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - | কুমার বুক হাউস, আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া

মূল্য — ৩৫ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়

শিক্ষাগুরু -

মরহুম সৈয়দ

আশ্‌ফার হোসেন

সাহেব কে —

সূচীপত্র

ঝরা ফুলের হাসি

ঝরা ফুলের হাসি -
আমি তোমায় ভালোবাসি
তাই প্রিয়ার চোখের মায়ার জলে
পদ্ম হয়ে ভাসি।

ঝরা ফুলের হাসি -
আমার প্রাণে বাজাও বাঁশি
তাই ছন্দ ভরা কাব্য দোলায়
দুলতে হেথায় আসি।

ঝরা ফুলের হাসি -
তুমি হওনা কভু বাসি
তাই মরা গাঙে জোয়ার তোলে
লক্ষ ঢেউয়ের রাশি।

ঝরা ফুলের হাসি-
আমি তোমায় ভালোবাসি
বাংলা মায়ের আচল ভরাও
ঝরিয়ে ফুলের রাশি।

ফুল ও প্রিয়া

ফুলের বাগিচা সাজায়ে বন্ধু
নয়নে ফোটালে হাসি।
এ নয়নে ফের আঁশু ঝরে শুনে
প্রিয়ার বিরহ বাঁশী।
ফুলের সুবাসে মেতে ওঠে মন
মেটে না মনের ক্ষুধা।
বে-মউতে আমি মরে যাই শুনে
প্রিয়ার আখেরী জুদা।
ফুল আর প্রিয়া
বল কাকে নিয়া
জীবনে স্বর্গ সুখ।
ফুলের স্বর্গে আদমেরও ছিল
প্রিয়ার বিরহে দুখ।

কিছুক্ষণ

বিশ্বভুবনে যা কিছু রয়েছে
প্রভাত শিশির সম।
এস প্রিয়া তুমি প্রেমের পরশে
ভরাও চিত্ত মম।
বাহু ডোরে তব রাখিব বাঁধিয়া
নয়নে তোমার ছবি।
আমি শুধু প্রিয়া তোমার ভুবনে

বেঁচে রব হয়ে কবি।
হাসি আর খেলা, মিলনের মেলা
জীবনের বালুচরে ।
গুল বাগিচার অপরূপ শোভা
সেও যাবে প্রিয়া ঝরে।
জন্ম মৃত্যু কান্না হাসির
এ ধরণী যেন মেলা।
গোধূলি লগ্নে ফিরে যেতে হবে
কিছুক্ষণ করে খেলা।
সবই মঞ্জিল মোরা মোসাফির
এ জীবন মহা পথ।
পারে নাকো কেহ মনের খুশিতে
চালাতে আপন রথ।
শুধু মায়া আর কায়ার পিছনে
মোরা ঘুরি ধরাতলে।
কেহ কারো নয়, নয় কেহ সাথী
সবাই একেলা চলে।

নারী

হে নর! ভুলে গেছ তুমি নারীরে পাইয়া স্বর্গালয়ের কথা।
তব আদি পিতা আদম যেখানে বাস করিতেন যথা।
কে তারে আনিল ধূলার ধরাতে স্বর্গ হইতে টানি।
রোগ দুঃখ ক্লান্তি মৃত্যু বিশ্বে কে দিল আনি?

ইভ্ এসেছিল শুধু আদমের সেবা করিবার তরে।
আজ সেই নারী পতিভক্তিরে দাসত্ব মনে করে।
সীতা সাবিত্রী বেহুলা সবাই করেছেন পতি সেবা।
তারা হয় জানি আদর্শ নারী স্বামী ভালবাসে যেবা।
নারী শ্রেষ্ঠা রহিমার পতিভক্তি দেখেছি হায়।
তাহার তুলনা পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাওয়া মহাদায়।
তারা রেখেছিল নারীর নারীত্ব সতীত্ব সদাক্ষণ।
ধূলার ধরাতে গড়ে গেছে তারা স্বর্গের ফুল বন।
সুগন্ধ ফুল বাগিচায় ফুটে শোভা করে ফুলদানী।
যায় নাকো দলে গাঁদাফুল সম নোংরা পাদুকাখানি।
সোনার মুদ্রা সিন্দুকে থাকে রয় কি কখন পড়ি ?
খোলাম কুঁচি সে রাস্তার মাঝে যায় চির গড়াগড়ি।
টুকটুকে লাল আপেল আঙুর পাকা যদি থাকে গাছে।
দোলা যদি খায় মৃদু হিল্লোলে দুটি নয়নের কাছে।
কি না জানি স্বাদ এ মধুর ফলে একটি খাইয়া দেখি-
প্রাণ তো শোনে না পাড়িয়া লইলে আমারে বলিবে কেকি?
এই অনুপাতে ঠিক যদি হয় নারী সুমধুর ফল।
রূপসী তোমার যৌবনভরা তরী করে টলমল।
দুরন্ত ঝড় কেবা রোখে বল কিযে করে যাবে ক্ষতি।
কভু তো শুনিনি এ জীবনে আমি নেছে কারো অনুমতি।
কে চালায় জান, এ ঝড়ের রথ সারথী হইয়া বসে।
কাল মেঘদূত কশাঘাত হানে হাওয়ার ঘোড়াতে কসে।
ছুটছে যখন দিকাদিক জ্ঞান সব হয়ে যায় ভুল।
কোথা মন্দির কোথা মসজিদ দেখে না পাপের মূল।

যৌবন রথ ছুটে চলে যায় এর চেয়ে বহু জোরে।
কামদেব চড়ে একা বসে আছে দিবানিশি কাল ধরে।
প্রেমের পরশে কাছে যদি পায় যৌবন ভরা নারী
হিতাহিত জ্ঞান ভুলে গিয়ে ব্যাটা সাধু হয় ব্যাভীচারী
এ পাপের বল কেবা হবে দায়ী, কে করিবে সুবিচার?
গৃহেতে যাহার কর্মক্ষেত্র বাহিরে সে কেন আর।
বাহিরে যদি গো ঘুরিবে তরুণী সম অধিকার পেয়ে।
তবে কেন তুমি ন্যাকা সেজে বল আমি যে অবলা মেয়ে?
অবলা তো তুমি নও আমি জানি একা ঠেলে ওঠ বাসে।
কেন মান যায় লক্ষ্মীদেবীর নারায়ণ এলে পাশে?
সম অধিকার যারা পেতে চায় রবে নাকো ভেদাভেদ।
তুমি নারী আমি নর বলে সেথা থাকিবে না কোন ভেদ।
মানুষ হিসাবে সবাই সমান হোক না সে নরনারী।
চলার পথের পথিক হিসাবে অবাধে মিশিতে পারি।
নারীরে পাঠালে পাত্র করিয়া ভগবান দিলে সুধা,
ভোগ করে তাই নরনারায়ণ মিটাতে মনের ক্ষুধা।
খেয়ালের বশে পড়ে রয় যদি সুধার পাত্র খানি,
ডোমের কুকুরে জিভ দিয়ে চাটে নোংরা নপগারে আনি
তুমি কি তাহাকে ধুয়ে নেবে বল তুলিয়া রাখিবে ঘরে ?
তুমি কি তাহাতে আবার খাইবে অমৃতের সুধা ভরে ?
কি লিখিব আর বহু সমাচার নারী জীবনের কথা,
লেখাপড়া শিখে হয়ে গেছে লেডী এই মনে বড় ব্যাথা।

কতই বাজনা বাজায়ে বন্ধু

যে সুর ভাসালে গানে।

সে সুরে কভু কি নাচিবে ঘুংরু

ভগবান সেটা জানে।

হেসে খেলে শুধু দিন চলে যায়

নিশি হয়ে যায় ভোর।

কভু কি খুলিতে পারিবে বিশ্ব

বিবেকের মহাদোর?

ফরিয়াদ

সহ্য করিছে নীরবে যাহারা, ধৈর্য্য শক্তি দাও-

তাদের দুঃখ ক্রন্দন ধ্বনি ফরিয়াদ রূপে লও।

সহ্য করিবে আজীবন তারা সহ্য করনা তুমি,

প্রতিশোধ তুমি নিও রহমান শেষ বিচারের স্বামী।

দুনিয়ার বুকে ধনীর অধীনে সঁপিয়াছ দীন জনে,

ভুলে গেছে তারা তব বাণী আজ ধন সম্পদ মানে।

তোমার জগতে দুঃখী যাদের দিন কাটে অনাহারে,

তাদেরই বাড়ীতে হাজী মৌলুভী মওলানা বাস করে।

ধর্মের আলো নাই অন্তরে ফতুয়া উড়িছে মুখে,

দিন রাত তারা ধর্মের সাথে মরে শুধু মাথা ঠুকে।

ধর্ম তাদের কথার মাত্রা হাদিসের বাণী ছড়া,
সিমারের মত নিষ্ঠুর প্রাণ হৃদয় পাষাণে গড়া।
মক্কা হইতে ঘুরে আসে তারা উপাধি লইয়া হাজী,
কর্ম ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম অন্যায় দাগাবাজী।
ধর্মের শুধু মুখোশ পরিয়া সাজে তারা সাধুশয়,
অন্তরে জ্বালি হিংসার বাতি চুপিচুপি জেগে রয়।
তারা ধর্ম তরীর নহে কাণ্ডারী ধরিতে জানে না হাল,
ইসলাম তারা ডুবাবে রে ঐ ছিঁড়িতেছে দ্যাখ পাল।

সৌরভ

সুন্দর! তুমি রূপের আঁধার
নয়নই তোমার দেশ,
আঁখির আড়ালে তোমার জীবন
করে দিলে প্রভু শেষ।
সৌরভ! তুমি গুণগত মান
দেখিতে পাই না কভু,
বিশ্ব জাহানে হৃদয়ে তোমার
আসন দিয়েছে প্রভু।

দামাল

আমি দামাল আমি চঞ্চল
আমি মুক্ত স্বাধীনচেতা।
আমি উল্লাসে হাসি
আপন খেয়ালে,
মানি নাকো কোন নেতা।
ভয় ডর আমি কিচ্ছু জানি না
আমি আষাঢ়ের মহাবাণ।
আমি নব কল্লোলে শুনি একা বসে
জীবনের জয়গান।
ভাবনা চিন্তা কারে বলে আমি
জানিতে চাই না কভু
ঘটিবে তাহাই তক্‌দিরে মোর
লিখিয়াছে যাহা প্রভু।
ভাল মন্দের ধার ধারি নাকো
ইচ্ছাতে আমি রাজী,
কোথায় কভু কি বিচার করেছে
দামালের কোন কাজী?
আমি হিংসা বুঝিনা বুঝি নাকো মান-
অপমানে কি যে দুখ,
সরল প্রাণের ছোট শিশু আমি
জীবনই আমার সুখ।

সাহেবের মাচা

বাঁশের খুঁটিতে ব্যাখারী মাচা
কৃষ্ণচূড়ার তলে,
হাজারো প্রদীপ লালে লাল হয়ে
সারাদিন যেন জ্বলে।
লালে লাল ফুল হাসিয়া আকুল
উড়ায়ে সবুজ শাড়ী,
এসো প্রিয় সখা, মোর ছায়া তলে
ডাকিছে আঁচল নাড়ি।
মৌমাছি আর ভ্রমর এখানে
প্রজাপতি পাখা মেলে,
সারা দিন মুখে চুমো দিয়ে যায়
প্রেমের সোহাগ ঢেলে।
রাতের আঁধারে জোনাকি জ্বালায়ে
লক্ষ তারার বাতি,
লয়ে বনে বনে খোঁজে মনে মনে
কোথা মোর প্রিয় সাথী।
পূর্ণিমা রাতে ঝলমল করে
পীর পুকুরের পানি,
ঢেউয়ের দোলায়ে মুক্তা কুড়ায়ে
জড়ো করে পাড়ে আনি।
চাঁদ হাসে যবে পূর্ব গগনে

মায়াবিনী আঁখি মেলে,
হেসে লুটে যায় হাওয়ার দোলায়
লুকোচুরি কত খেলে।
এমন স্নিগ্ধ পরিবেশে মোরা
যখনই মাচায় বসি,
কি জানি কাহার কোন ইসারায়
ফুল পড়ে গায়ে খসি।
বসে আছি আমি, শুকুর আলি আর
নাদো ভাই আছে শুয়ে,
পাশে রাস্তার পশ্চিমে দেখি
সোলেমান বসে ভুয়ে।
মাচা থেকে ওঠে সাহেবের গলা-
কাঁহা গিয়া সোলেমান?
জী হুজুর হাম হিঁয়া বায়ঠা
বাতাইয়ে ফরমান।
আদেশ কি হবে শুকুর আলী জানে
অজানা নাইকো কিছু,
আভি চালা যাও পানি লেকে আও
কাহে খাড়া হ্যায় পিছু।
হন্ত দন্ত হয়ে সোলেমান
ছুটে যায় বাড়ী পানে,
জগে ভরা পানি গ্লাস এক খানি
দুহাতে ধরিয়া আনে।
সাহেবের পরে হাবিবের পালা

তারপরে আমি খাই,
মাচা থেকে উঠে বলে নাদোভাই
তবে আমি বাড়ী যাই।
মিষ্টি হাসিয়া শুকুর আলী বলে
সে কি হয় নাকি কভু ?
চায়ের পেয়ালা সম্মুখে তব
না খেয়ে যেওনা প্রভু ।
এমনি রসালো মিষ্টি কথায়
হেসে উঠি মোরা সবে,
ক্ষণেকের তরে মৌন বেদনা
ভুলে যাই মোরা তবে।
হেসে লুটে যায় এমনি কথায়
বাদল আর সফিকুল,
এ মাচা মোদের খুশি খোসালিতে
রাখে সদা মসগুল।

দূরন্ত যৌবন

আমি অন্ধ আমি ক্ষিপ্ত
আমি বধির বদ্ধ কালা,
আমি যৌবনে নর নারীর হৃদয়ে
জাগাই যৌন জ্বালা।
আমি মানি নাকো বাধা মান সম্মান
শৃঙ্খলে মারি লাথি,

আমি প্রেমের নেশায় উন্মাদ
আমি সারাবীর প্রিয় সাথী।
আমি কাল পাত্র সংবিধানের
ধারধারি নাকো কভু,
আমি মরণ পেয়ালা চুম্বনে রাজি
জীবন যাচিনা তবু।
আমি জাতি বর্ণ জাতীর বাঁধন
বন্ধন করি মুক্ত,
আমি গরমিলে তাই মিলন ঘটাই
বিশ্বকে করি যুক্ত।
আমি আদব জানিনা বেআদব আমি
নেই মোর কোন লজ্জা,
তাই প্রিয়ার পরশে ধরনীর ধূলা
মোর কাছে ফুল শয্যা।
আমি ধনরত্নের আকর চাই না
চাই না সিংহাসন,
আমি লাইলার লাগি মজনু সাজিয়া
কাঁদিব অনুক্ষণ।
আমি আয়ু পরমায়ু স্বর্গ বুঝিনা
বুঝিনা জাহান্নাম,
প্রেমের পরশে জন্মেছি আমি
প্রেমিকই আমার নাম।

দুনিয়ার রীতি

শোন আজি মোর ভাই
ধূলার ধরাতে আপনার বলে
মনে হয় কেহ নাই।
এই ধরণীর মায়া খেলা যেন পদ্মা নদীর ঢেউ,
আপনার তীর আপনি ভাঙিছে
গড়িছে অন্য কেউ।
মোরা ভাই বোন স্নেহের পরশে
খেলেছি কত না খেলা,
রং বেরং এর ফুল পাতা নিয়ে
কেটে গেছে ছেলেবেলা।
খেলিতে খেলিতে বাড়িয়া চলেছি
বেড়েছে বয়স কাল,
প্রেমের ডোরেতে বাঁধিবে বলিয়া
কে যেন পেতেছে জাল।
যৌবনের আজ জোয়ার আসিয়া
ভাসালে তোমারে আজি,
কোন রূপসীর প্রেমের পরশে
চলেছ আজিকে সাজি।
তোমার আগে তো মোরা চলে গেছি
নব কুলবধূ হয়ে,
তুমিতো যাইতে মোদের বাড়ীতে
ধূলি মাখা পথ বেয়ে।

আর কি যাইবে চন্দ্রামুখীরে
পেয়েছ খেলার সাথী,
তোমার ভুবনে জেগে রবে শুধু
পূর্ণ জ্যোছনা রাতি।
চাঁদ মুখ দেখে ভুলে যাবে চাঁদ
হাসবে চাঁদের সাথে,
মোরা ডুবে যাব তারা সম হয়ে
ভরা বাদলের রাতে।
কাঁদবে কি আর হৃদয় তোমার
দুঃখ মোদের দেখে,
ফুলে ভরা পথ ছায়ায় শীতল
সেও চলে যাবে বেঁকে।
এই চলা পথ দূর হবে ভাই
দূরের চেয়েও দূর,
আসবে না আর হাওয়ায় ভেসে
তোমার গানের সুর।
তোমার আসার পথের পানে
থাকবো মোরা চেয়ে,
কাঁদবে হৃদয় ঝরবে আঁখি
দুইটি নয়ন বেয়ে।
মন বোঝাবে আসছে বুঝি
হয়তো মাঠের মাঝ,
আসবে না কেউ আসবে শুধু
আঁধার ভরা সাঁঝ।

চাঁদের কোলে

চাঁদের কোলে তারা দোলে
মায়ের কোলে খোকা,
শীত কালেতে আঙুর পেকে
দোলে থোকা থোকা।
পাতার কোলে ফুল দোলে ঐ
ফুলের কোলে বাস,
নদীর কোলে নৌকা ভাসে
জলের কোলে হাঁস।
ধান দোলে ঐ মাঠের কোলে
চোখের কোলে জল,
মেঘের কোলে ঝড় এল ঐ
এবার বাড়ী চল।

বিরহ

স্তব্ধ আঁধারে শুনেছি হেথায় নিরবতা যেন কাঁদে,
কাহার বেদনা বেহাগের সুরে কেবা যেন বসে সাধে।
গুমরিয়া কাঁদে বনলতা হেথা মাতম্ করিয়া বায়,
বাঁশের ডগলা খুনোখুনি করে চুমিয়া কবর গায়।
কত যে বেদনা বিরহে তাঁহার ভুলিতে পারেনি এরা,
ভুলেছে মানুষ ধরার মোহেতে খোদার সৃষ্টি সেরা।
হায় রে, মানুষ হায় রবিয়েল তুমি আজ হেথা শুয়ে-

তাই অবিরত ছায়া করে হেথা কামিনীর শাখা নুয়ে।
কবরের বুকে ছায়া করা বুঝি এদের জন্ম রীতি,
ধূলার ধরাতে রেখে গেল তাই আদবের মহা স্মৃতি।
ভায়ের পাশেতে শুয়ে আছে ভাই বাপ শুয়ে মাঝখানে,
এমন মধুর মিলন তবুও সহেনাকো কারো প্রাণে।
সহে নাকো মার নাড়ী ছেঁড়া যার করে শুধু হায়হায়,
সাঁঝের বাতাসে বেদনার সুর বহু দূরে ভেসে যায়।
বুলবুলি আজো ডাক দিয়ে কাঁদে কামিনীর শাখে বসে,
এ করুণ সুর সহিতে না পেরে, পাতা ঝরে যায় খোসে।
হায়রে করুণ এমনই করুণ আজো কাঁদে বুড়ী মাতা,
আল্লারে বলে মাফ করে দাও বাচ্চার গোনা খাতা।
মাফ করে দাও আল্লা তুমি দোওয়া কর বড় পীর,
বলিতে বলিতে বুক খানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।
নামাজের বাদে মোনাজাত করে তুলিয়া দুহাত খানি,
বাচ্চারে মোর জান্নাত বাসী করো খোদা রব্বানী।

নজরুল

নজরুল তুমি কবি,
তুমি বিদ্রোহী দাবানল।
তুমি তো শেখালে ভারতবাসীরে-
উন্নত শিরে চল।
চলার ছন্দে কাঁপুক ধরণী,
আসুক ঝঞ্ঝা গভীর রজনী-

ভয় কারে নয় আজাদী হাঁকিছে
উড়াও লাল নিশান।
মোরা ভারতমাতার দুটি রাঙা লাল
হিন্দু-মুসলমান।
তুমি তো শেখালে আজাদীর গানে,
প্রাণের মূল্য মান সম্মানে,
পরাধীন পোষা কুকুরের মত-
জীবনের কিবা দাম?
শহিদের খুনে মুছে দিনু তাই
গোলামির বদনাম।
সত্যের লাগি তোমার কলম
যেন সে জুলফিকার,
অন্যায় যত অবিচার সবই
করে দিলে ছারখার।
ন্যায়ের মশাল উর্দ্ধে জ্বালায়ে,
গণতন্ত্রের মন্ত্র চালায়ে
অগ্নিবীণার জ্বলন্ত সুরে
জাগালে ভারতবাসী,
ঘুচায়ে মায়ের দুখের বেদনা
ফোটালে আজাদীহাসি।
নজরুল তুমি ফুল বাগিচার
গান গাওয়া বুলবুল।
ভাঁটিয়ালি গানে কি যে তব দান

সুরের লহরে ভেসে যায় প্রাণ,
হাবিবে খোদার গুণগানে ধরা
করে দিলে মশগুল।
নেই খোদা ছাড়া পূজার যোগ্য -
কেহ নয় সমতুল।
ধন্য জন্ম, ধন্য কর্ম,
ধন্য ভারত ভূমি।
দেশের মুক্তি ধর্মে ভক্তি
বিশ্বে জাগালে তুমি।

ইনসাফ্ কোন্ কারেগা

মানুষ নামের প্রাণী যদি সত্যিকারের মানুষ হয়,
রামের পাঁঠার নাম তো ভোলা সেইবা কেন মানুষ নয়?
পুতুল মানুষ মূর্তি মানুষ মানব দেহের অঙ্গ সব,
পায় যদি সে মোদের মত হয় যদি তার গলার রব-
সত্যি সেকি মানুষ হবে মানুষ হবার সংজ্ঞা কি?
সবাই বলি আমরা মানুষ আমরা মানুষ সত্যি কি?
শক্তি সাহস বুদ্ধি মায়া প্রেম পরশের বন্ধনে,
বিশ্ব আবাদ করছে প্রাণী বিশ্ব জোড়া নন্দনে।
পঞ্চগুণের মানুষ যারা মানসরমে রয় বেহুস,
বিচার বিবেক নাইকো যাহার কেমনে হবে সেই মানুষ?
আদম সুরাত সত্যি আছে, স্বভাব যে তার জানোয়ারী-

স্বভাব নিয়ে বিচার বলেই খুন করে তাই তলোবারি।
ডিগ্রীধারী দেখছি কত আজকে জেলের মাঝখানে,
বোমবাজী আর দিন ডাকাতি করতে ওরা সব জানে।
রংবাজী আর মাস্তানীতে আজকে দেখ ছেলের দল,
চোলাই মদে যোগায় ওদের শক্তি সাহস বুকের বল।
ওরাই আবার পার্টির নেতা গ্রামের মাথা মাতব্বর,
করছে বিচার স্বদল বলে দেখছে কে মোর আপন পর।
সত্য ন্যায়ের-ধার ধারে না শক্তি ওদের জিন্দাবাদ,
প্রাণের ভয়ে আজকে মানুষ দিচ্ছে ওদের ধন্যবাদ।
কোর্ট কাছারীর বিচার সভায় হাকিম উকিল চমৎকার,
মিথ্যে জেরার ধাক্কাতে সব উল্টে দিলে হক বিচার।
জেনেও দোষী করছে খালাস নির্দোষীরে জেল খানায়,
পচিয়ে মারে ঘুষের জোরে ঘুষ চলে আজ সব থানায়।
বিচার বলো কোথায় আছে আজকে বিচার করবে কে?
এই বিচারক দেখবে সেদিন খোদার বিচার কবর গে।

মোরা ছাত্র

আমরা শিশু তো নই,
পড়িয়াছি মোরা বিশ বছরের রাঙ্গা ইতিহাস বই।
পড়িয়া শিখেছি দেখেছি কত
টাটকা খুনের লেখা,
টাটকা খুনের লহরে দেখেছি
রাজ পথে ছবি আঁকা।

দেখেছি ধূলায় গড়াগড়ি যায়
নারী ও নওজোয়ান-
আজাদীর স্বাদ জীবনের মত
নিলো ভরে তারা প্রাণ।

এই কি স্বাধীন ! এই কি স্বরাজ
এই আজাদীর মান,
ধূলায় লুটিবে কুত্তার মত
বাঙালীর সন্তান।
হায়রে নওজোয়ান,
হায় রে নওজোয়ান।
আফসোস ফরমান।

ভুলে গেলি তোরা তোদের জন্যে
যারা হল কোরবান।
যারা দিয়ে গেল রক্ত ও প্রাণ
তোদের সবার লাগি,
তোদের প্রাণের সুখের স্বপন
চেয়েছিল তারা মাগি।
একি অপরাধ, একি অন্যায়
ভেঙে দিল ছাতি গুলিবন্যায়
সহিয়াছি মোরা সহিব না আর
সাথে আছে রহমান।
লোহার পাঁজর ভেদ করে মোরা

কলিজায় দিব টান-
মনে রেখো শয়তান।

যাত্রীরা হুঁসিয়ার
হও দেখি এই বার,
ন্যায়ের মশাল উর্দ্ধে জ্বালায়ে
গণতন্ত্রের মন্ত্র চালায়ে,
লাল নিশানের পাল তুলে বল
ইনক্লাব বারেবার।
রুখবে কে আজ তোদের যাত্রা
দেখব শক্তি তার।

যুব শক্তি

মোরা যুবক মোরা শক্তি
মোরা ভারতের মহাপ্রাণ।
মোরা যুগেযুগে হই
ভারতমাতার মুক্তির শহিদান।
মোরা গোলামি খেতাব ছিন্ন করিয়া
মাথায় পরানু তাজ,
কে আছে জালিম চূর্ণ করিবে
মোদের স্বপ্ন আজ।
স্বপ্ন দেখেছে ক্ষুদিরাম আর
দেখেছিল তিতুমীর,

আর দেখেছিল বাদল দিনেশ
দেখেছিল কত বীর।
স্বপ্ন তাঁদের ডুবে আছে সে
শহিদের রাঙা খুনে,
সফল করিব খোদার কসম্
এক দুই গুনে গুনে।
যারা দিল প্রাণ হয়ে কোরবান
পেল শুধু অভিশাপ,
বুকের রক্তে ধুয়ে দিতে হবে
সেই গ্লানি মহা পাপ।
যায় যাবে প্রাণ ডুবে যাক মান
হয় যদি কারবালা,
লাল নিশানের বক্ষে ঝুলুক
লাল সে খুনের মালা।
লাল হয়ে যাক গঙ্গা যমুনা
লাল হয়ে যাক পানি,
ভেসে যাক খুনে কংসবংশ
ভারতের মহারাণী।
ঐ চেয়ে দ্যাখ গঙ্গা যমুনা
ব্রহ্ম তুলেছে বান,
উত্তরে দ্যাখ পর্বতমালা
ভুলে গেছে অভিমান।
পশ্চিমে ঐ ঘনঘটা মেঘ
মুক্ত আকাশ ছাপি,

প্রলয় বিষাণ বাজিছে শোন ঐ
শূন্য বাতাস বাহি।

এইবার তুই বল
কেমনে চলিবি চল
স্বর্গ মর্তে সব দরজার সব তালা বিকল,
তুই মরণকালে দেখবি শুধু পাতালই সম্বল।
তোর পাতালই সম্বল।
ভয় নাই ওরে ভয় নাই তোর
ধরণী হবে না তল,
নয়া জামানার লোহিত সূর্য্য
উদিবে সাগর পারে,
দুখের স্বপ্ন মুছে যাবে চির
থাকিবে না আর ঘরে।
জাতি ভেদাভেদ রবেনা সেদিন
রবে শুধু ইনসান,
ভারত জননী গাহিবে সেদিন
সাম্যের মধুগান।

আধুনিক কবি

শোন আধুনিক কবি !
কাব্য জগতে তুমি কি উদিবে
বাংলার নয়া রবি?
বাংলার সুর কত যে মধুর

ছন্দের কি যে দোল,
সাহেবী শয্যা হতে মধুময়
সে মোর জননী কোল।
সরল স্নিগ্ধ মধুর ছন্দে
ভাসালে সোনার তরী,
আজো দু'বিঘা জমির দুঃখে
আঁখি আসে জলে ভরি।
বাংলা মায়ের কত রূপ রেখা
বর্ষা শরৎ শীতে,
ফুলের ফাগুনে দখিনা হাওয়ায়
মাতালে পাপিয়া গীতে।
নদী বনভূমি পাহাড় ধূসর
নীল আকাশের তারা,
ফোটালে কাব্যে মধুর ছন্দে
খোদার মহিমা ধারা।
বাংলার শিশু যুবক যুবতী
আবাল বৃদ্ধ যত,
সবাই দুলছে ছন্দ দোলায়
শৈশবে অবিরত।
ছন্দ মোদের প্রাণের বাসনা
মোদের জীবন সাথী,
ছন্দ বিহীন মিলন বাসরে
জ্বলে কি স্বর্গ বাতি?
মিলন ছন্দে সুরের জন্ম

যে সুরে ধরণী হাসে,
সে সুরে প্রেমের আবেশে লুটায়
ভ্রমর ফুলেরই পাশে।
হায়রে মধুর এমনই মধুর
ছন্দের মায়াজাল,
ছন্দ বিহীন কাব্য জগতে
আনিল কে মহাকাল?
বাংলার কবি কাব্যের রবি
বাঙালীর মহাপ্রাণ,
ছন্দের কোলে বেঁচে আছে আজো
বাঁচায়ে জাতির মান।
বিদ্রোহী কবি নজরুল যার
কাব্যে জেগেছে জাতি,
ছন্দে ছন্দে জ্বালায়ে আগুন
ঘুচালে দুখের রাতি।
কুমুদ, জসীম, সত্যেন, মিএগ
পল্লী মায়ের ছেলে-
আজো ছন্দের দোলায় দোলে মা
কাব্যের পাতা মেলে।
কবিতা নারী সে রূপেগুণে ভরা
যৌবনে টলমল,
চলার ছন্দে দোলে আনন্দে
কাঁখে লয়ে দিঘীজল।

ছন্দ যদি না থাকে কবিতার
নারীত্ব নাহি থাকে,
কেমনে মনের বাসনা মেটাব
প্রিয়া বলে আমি তাকে।
নারী পুরুষের মাঝে কেহ নাই
আছে সে হিজড়ে জাতি,
হৃদয়ে তাদের আধুনিক কবি
জ্বেলেছে প্রেমের বাতি।
নিভে যাবে বাতি নিশি হবে ভোর
গাহিবে বনের পাখী,
বাসনা মনের মিটিবে না হায়
রয়ে যাবে সবই বাকি।
মাইকেল সম অভাগা হইয়া
কাঁদিয়া আসিবি ফিরে,
বিদেশী মানের মোহ ঘুচে যাবে
বুক ভরা আঁখি নীরে।
এসো মা জননী বঙ্গ ধরণী
লও মা আমারে কোলে,
সত্যি মা তব রূপের ছন্দে
স্বর্গের শোভা দোলে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

শোন বিশ্ব শোন -
তোমার বিবেক বুদ্ধি এখন সজাগ হল না কেন ?
তুমি তো আদম জাতি
দিবালোক হয় কেমনে দেখেছ , দেখছ প্রভাত রাতি
দেখছ চাঁদের মধুর জ্যোছনা ষষ্ঠ ঋতুর খেলা,
বুঝেছ বিজ্ঞ মনিষীর মত ধরণী কিসের মেলা।
জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনা করিয়া দেখালে চাঁদের মাটি,
সত্যই জগতে তুমিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার তুমি খাঁটি।
তুমিতো শেখালে পাঠশালা হতে কর্তা কারণ ক্রিয়া,
যৌবনে নর নারীকে বানালে কোন সে আশায় প্রিয়া।
জগতে ঘটেনা কোনই ক্রিয়া কারণ যদি না থাকে
মানব সৃষ্টি স্রষ্টার বেলা প্রকৃতি বলিলে তাকে ?
জড় জীব যত ধরণীর বুকে পদার্থ যত কিছু -
সবই যদি হয় প্রকৃতির খেলা কে আছে খেলার পিছু ?
জোয়ার ভাঁটা তো সাগরের খেলা খেলে যায় দিবা রাতি,
জীবের জগতে জন্ম আসিল মৃত্যুকে লয়ে সাথী।
তোমার সাধনা তোমার ধারণা সৃষ্টি সবার মূলে,
ধ্যানের জগতে স্রষ্টাকে শুধু রাখি আমি বুকে তুলে।
তুমি পূজারী যন্ত্র পূজক মন্দির কারখানা -
দেখালে বিশ্বে চমক লাগায়ে যাহা ছিল কল্পনা।
মনে রেখ সবই তাঁহার করুণা সৃষ্টির সেরা তুমি -
বলিয়া তোমার সাধনার যশ গাহিছে বিশ্ব ভূমি।

এলাহি যত মহা সম্পদ এই দুনিয়ার মাঝে -
রয়েছে ব্যাপিয়া দ্যুলোকে ভূলোকে নিয়োজিত সদা কাজে
তাদের চালনা কেবা করে বল কোন সে শক্তি ধর?
করে নাকো যিনি আদি ও অন্তে কারো পরে নির্ভর।
মহাশক্তির মহাধার তিনি নিরাকার দয়াময় ,
কি আছে এমন দরবারে তাঁর যাহা সম্ভব নয়?
জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংসে কান্না হাসির খেলা -
আমারা সবাই নায়ক নায়িকা পৃথিবী নাট্যশালা।
বিশ্বমঞ্চে চিরনিশি দিন চলে শুধু অভিনয়,
বাস্তবে জয়ী বিচার করিলে নায়কের কিবা জয়?
সবই গুণগান সে চির মহান জগতের মহাপ্রভু,
সৃষ্টি পারে কি স্রষ্টাকে ভুলে জীবিত থাকিতে কভু?

ধৈর্য্য

ঘটিবে যাহা মেনে নিতে হবে
হাসি মুখে যদি পারো,
ধৈর্য্য ধরিবে শোন হে বন্ধু
দোষ দিয়ো নাকো কারো।
সবরের ফল সত্যি মধুর
মিথ্যে কভু তো নয়,
খোদার উপরে ভরসা রাখিও
নিশ্চয় হবে জয়।

ঝড় ও শিখা

আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়
তুমি যে অগ্নি শিখা,
আমারে হেলিয়া পার কি পরিতে
কপালে জয়ের টিকা ?
ঝড়ের আকাশে নিভে যায় ওরে
কোটি প্রদীপের আলো,
তবে কেন তুমি কাহার সাহসে
পরের প্রদীপ জ্বালো ?
ভরসা তোমার বুঝি আকাশের
সূর্য চন্দ্র তারা,
আমি যে সারথী ঝঞ্ঝা রথের
ঘিরিব মেঘের দ্বারা।
দেখিব আমারে কেবা রোখে হায়
তোমারে বাঁচায় কেবা,
বজ্র তড়িৎ আমার আদেশে
চরণ করিছে সেবা।
দেখব তোমার চাঁদের কিরণ
কেমনে ভোলায় মোরে,
কেমনে আমারে তোমার চরণে
বেঁধে নিয়ে যায় ধরে।
দেখিব তোমার রঙিন স্বপন
কোন আকাশের কোলে ?

রামধনুকের সপ্ত রঙে
কোন মায়াজাল বোনে?
রমধনুকের রঙ ধুয়ে দেয়
আমার বাদল ধারা।
কাঁদবে সেদিন নীল আকাশের
লক্ষ রাতের তারা।।

আঁখি

তোমার ভুবনে আঁধার গগনে
কিছু নেই দয়াময়,
আছে শুধু জানি প্রাণ দিয়া মানি
তারে সবে আঁখি কয়।
এ ধরার মাঝে যত রূপ সাজে
কিবা আছে তার দাম,
নাহি যদি থাকে দেখিবে সে কাকে
কে করিবে খোস নাম?
অন্ধের মনে জাগে চিরক্ষণে
তোমার ধরণী চিরকালো,
আকাশের চাঁদ জোছনার ফাঁদ
কেমনে পেতেছে বলো?
সকালের রবি কি রূপের ছবি
মেঘেতে আঁকিয়া যায়,
মৃদু হিল্লোলে বনফুল দোলে

গুঞ্জরে অলি ধায়।
ফুটেছে বকুল গন্ধে আকুল
হইয়া বনের পাখি,
ডাকিছে কাহারে মধু মাখা সুরে
খোদার প্রেমেতে মাখি।
রাতের আকাশে হিমেল বাতাসে
জেগে রয় তারাগুলি,
কি যে ভেবে হায় কার পানে চায়
দুখের বেদনা ভুলি।
ঘনঘটা মেঘে বাতাসের বেগে
ঘিরেছে আকাশ খানা,
তারি বুক চিরে বলাকারা ধীরে
কি লেখে যায়না জানা।
এরূপের ছবি এঁকে যায় কবি
যুগ যুগ ধরে আজো,
বৃথা এ জীবন হায় রে জনম
যত রূপে তুমি সাজো।

ফেলে আসা দিন

প্রেমের জোয়ারে আসিয়া ভিড়িল
মোর ঘাটে কার তরী,
স্নিগ্ধ প্রেমের সলিল বিহনে
এত কাল ছিল পড়ি।

শুকায়ে গিয়াছে জীবনের সাধ
ঝরে গেছে মধু হাসি,
চলে গেছে কবে ফুলের ফাগুন
আজ সবই প্রিয়া বাসি।
গানের পাখি সে গান ভুলে গেছে
মধু নাই আজ ফুলে,
গুঞ্জরে আজি ভ্রমর আসে না
বুঝি গেছে পথ ভুলে।
ফাগুনের হাওয়া যে গান গাহিত
দোলা দিয়ে ফুল বনে,
আজি সে হাওয়ায় প্রেমের পরশে
জাগে নাকো সুর মনে।
জোয়ার ওঠে না মরা গাঙে প্রিয়া
ভাঁটার টানেতে আজি,
হারানো দিনের কথাগুলি শুধু
প্রাণের বীণাতে বাজি।
ফেলে আসা দিন আসিবে না প্রিয়া
জীবনে আবার ঘুরে,
বাজবে না আর তোমার ঘুঙুর
আমার গানের সুরে।

হায় রে টাকা

শোন রে টাকা শোন
সত্যি কি তুই মানব জাতির প্রাণের শ্রেষ্ঠ ধন?
তোমার স্রষ্টা সত্যি মানুষ
যার আছে মানে সর্বদা হুস
কেমনে সে আজ হইল বেহুস
তোর সে রূপের টানে
সত্যি মানের চেয়েও কি তোর
মূল্য অধিক প্রাণে?
বিশ্ব আজি দেখছি ফাঁকা
জগৎ জুড়ে শুধুই টাকা
টাকাই কি তোর বিশ্ব মনিব
টাকাই ভগবান?
টাকা পেলেই মিটবে কি তোর
শান্ত হবে প্রাণ?
আমীর ফকির বাদশা গোলাম
সবাই তোমায় করছে সেলাম
পথের মজুর ফেলছে পায়ে
ঝরিয়ে মাথার ঘাম।
কপাল বিনে জুটছে কি তার
শ্রমের অধিক দাম?
ভোর হতে রোজ ভোর অবধি
চলছে বয়ে বিশ্ব নদী

একঘেয়ে টান, হায় রে টাকা, হায় রে টাকা হায়।
থাকলে টাকা না থাকলে তাও প্রাণ বাঁচানো দায়।
এমনি রূপের গুণী তুমি
রূপ দেখে গুণ গাইছে তুমি
শেষ হবে তোর গুণের কদর রূপ ফুরালে তোর
সেদিন জগৎ বলবে তোরে ভীষন পাজি চোর।
দেশ হতে রোজ দেশান্তরে
ছুটছে মানুষ সাগরপারে
জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে শুধু খুঁজছে টাকার খনি
খুঁজছে না কেউ স্রষ্টা যে তার হায়রে কেমন গুণী।
দেখছি মানুষ তোমার গোলাম
স্রষ্টা হয়েও করছে সেলাম
পারবি কি তুই করতে ওদের দুঃখ পারাবার
খণ্ডাবে কে ললাট লিখন শক্তি আছে কার?
টাকা যদি এতই বড়
রোগ শোকে হোস কেনই জড় ?
টাকার গরম জ্বালিয়ে দিক আজ সপ্ত অভিশাপ
দিক না মুছে রূপের ছটায় বিশ্ব জোড়া পাপ।
ভাগ্য ছাড়া নয়রে কিছু
যতই ছোট টাকার পিছু
টাকার জ্বালায় মরবি রে তুই জ্বলবে রে তোর প্রাণ
করবে কে তোর মর দেহে শান্তি বারি দান ?
হায় রে মানুষ সৃষ্টি সেরা

তোর নীচে দেখ সবাই এরা
ভুল করে তুই ভুলের মাসুল গুনবি কতকাল
সত্য জ্ঞানের শিখায় এবার প্রাণের প্রদীপ জ্বাল।

মায়ার পৃথিবী

কত বিচিত্র রূপরেখা দিয়ে
সাজালো ধরণী তোরে,
কত ফুল ফল শস্য শ্যামল
দীঘিভরা জলে ফোটায়ে কমল
মরাল মরালী হেসে খেলে মাগো
সারাদিন প্রাণ ভরে।
পারি না ভুলিতে এ মধুর মায়া
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

আকাশের চাঁদ ধরণীর কোলে
জ্যোছনার মায়া রাতে যেন দোলে
হাসি আর হাসি ভালোবাসাবাসি
অভিমান যায় সরে।
পারি না ভুলিতে এ মধুর মায়া
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

কোথা ঝরনা গিরি বনভূমি
কোথা পর্বত আকাশেরে চুমি

দূর দিগন্তে আশমান ঢলে
কোন সে ঘুমের ঘোরে।
পারি না ভুলিতে এ মধুর মায়া
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

শরতের মেঘে কত রাঙা ছবি
পারেনা আঁকিতে বিশ্বের কবি
স্বর্গের শোভা মেঘদূত যেন
লয়েছে মাথায় করে।
পারি না ভুলিতে এ মধুর মায়া
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

দখিনা হাওয়ায় ফুলের ফাগুনে
পলাশের বনে জ্বালায়ে আগুনে
কোকিলের ডাকে পল্লী জননী
জেগে ওঠে যেন মরে।
পারি না ভুলিতে এ মধুর মায়া
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

ঘনঘটা মেঘে কালবৈশাখী
আকাশ প্রদীপে মেঘে দিয়া ঢাকি
আঁধার চিরিয়া হাওয়ার ঘোড়াতে
ছুটে যায় বহু জোরে।

এ রূপের শোভা কেমনে ভুলিব

আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

শ্রাবণের রাতে বাদলের ধারা
বেহাগের সুরে হয়ে দিশাহারা
প্রিয়ার বিরহে মনবেদনায়
আঁশু যেন হয়ে ঝরে।
এ করুণ শোভা কেমনে ভুলিব
আঁখি যেন রাখে ধরে ।।

ফকির

চলেছে ফকির ভিক্ষার আশে
ঘর থেকে ভোর বেলা,
তখনও করেনি পূর্বের রবি
রং নিয়ে মেঘে খেলা।
নদীতে তখনও জোয়ার আসেনি
ফুলফোটে নাই গাছে,
ভোরের পাখি সে ঘুমের আবেশে
তন্দ্রায় ঢলে আছে।
ঝির ঝির ঝির দক্ষিণা মলয়
চুপ চাপ বহে যায়,
কি জানি খুশির খবরে বনের
পল্লব দোলা খায়।

ভাঙেনি উষা দিদির তন্দ্রা
পরেনিকো রাঙা শাড়ি,
আকাশের চাঁদ মেঘের ঘোমটা
টেনে দিয়ে যায় বাড়ী।
মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া চলেছে
হাতে তার বাঁকা লাঠি,
সুদূর পথের তপ্ত বালুতে
খালি পায়ে যায় হাঁটি।
কত বসাবসি ধরার ধূলাতে
কত কোথা তরুছায়ে,
ক্লান্ত শরীরে জুড়াল পরান
শীতল দখিনা বায়ে।
কেউতো কাঁদেনা ভাবে না তো কেউ
কষ্ট এদের দেখে,
ধূলার ধরাতে রেখে যায় শুধু
দুঃখের ছবি এঁকে।

এ ছবির রং বোঝে সে হৃদয়ে
যার আছে দয়ামায়া,
স্নেহের পরশে সেই শুধু দেয়
মুছায়ে দুঃখের ছায়া।

মাতব্বরী

কামার হয়েছে হাতুড়ী ঠোকার
ঠুকবে লোহার পরে,
মুক্তা মানিকে ঠুকলে হাতুড়ী
রূপ যাবে তার ঝরে।
ফুলের কদর বুলবুলি বোঝে
কাক তো বোঝে না কিছু,
আতরের বাস বাদশাহ্ই বোঝে
খরিদে হয় না পিছু।
ভালবাসা যারে দাও না বন্ধু
দুঃখ দিও না তারে,
কাঁদাতে যেও না শোন হে বন্ধু
হাসাতে পার না যারে।
গড়ার ক্ষমতা নাইকো যাহার
ভাঙার ক্ষমতা তার,
কে দিন বন্ধু আজকে তাহারে
লেখনী নাই কো যার।
ডিগ্রীধারীর কদর দিয়েছে
বিশ্ব বিদ্যালয়,
ভাবের জগতে কবির কাব্য
বিশ্ব করেছে জয়।

স্মৃতি

শোন বন্ধু শোন -
বিদায় লগ্নে যাবার বেলায়
দুঃখ নিওনা যেন।
আসা যাওয়া আর কান্না হাসির
এ ধরণী যেন মেলা,
গোধূলি লগ্নে ফিরে যেতে হবে
কিছুক্ষণ করে খেলা।
সবই প্রকৃতির নিয়মের কোলে,
মায়া আর কায়া সারাক্ষণ দোলে -
হাসি আর খুশি ভালবাসাবাসি
জীবনের বালু চরে।
গুল বাগিচার অপরূপ শোভা
সেও যাবে প্রিয় ঝ'রে
বাস্তব যবে আঁখির আড়ালে
চলে যায় ওগো সাথী,
দেখা তো যায় না প্রকৃতির মেলা
ঘেরে যবে কালো রাত্তি।
নয়ন মনির তুলির আঁচড়ে
যে ছবি হৃদয়ে আঁকে,
তাই তো ধরণী শান্তনা পায়
স্মৃতি বলে আজো তাকে।
সোনার বাঁধানো তসবির সখা

দোলে যদি বুকে তবু,
খোদ প্রেমিকার দর্শণ বিনে
শান্তি মেলে না কভু।
আসল নকলে অত ব্যবধান
তবু স্মৃতি লয়ে বেঁচে থাকে প্রাণ,
তবু হাসে আর গান গেয়ে যায়
কোন সে মায়ার টানে -
ছোটে কেন নদী পাহাড় ভাঙিয়া
সে শুধু সাগরই জানে।
এ ধরা সৃজিলে কেন ভগবান
কেন যাওয়া আসা কি যে পরিণাম,
আখেরে কোথায় কি যে তব খেলা
খেলে যাবে ওগো প্রভু -
জ্ঞানের সাগরে ডুবে যদি মরি
তল তো পাব না কভু।

মিলন সঙ্গীত

জন কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
জন কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
কোরানে লেখে, বাইবেলে লেখে
লেখেরে বেদ পুরাণে।
হজরত মোহাম্মদ যীশু ও কৃষ্ণ
সবাই একথা মানে।

বিধাতার দয়াতে
মিলে আর মায়াতে
হল তাই মানবের জন্ম।
জনকল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।
জনকল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

আকাশ তলে শ্মশান জ্বলে
কিসের এত ব্যবধান,
তুমিতো মাটি আমি তো মাটি
মাটি তো সবই সমান।
তবে কেন দূরেতে বাঁশী ডাকে সুরেতে
মিলে মিশে করে যাই কর্ম।
জন কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।
জনকল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

মসজিদে আল্লা গীর্জাতে যে গড্
মন্দিরেতে ভগবান,
তুমি আমি যার আলো বাতাস তার
তারই জমিন আসমান।
তবে কেন ভাগাভাগি হানাহানি কার লাগি
এতো নয় জীবনের মর্ম।
জন কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
জনকল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

বন ফুল

বন ফুল আমি বাগিচার নই
ফুটি বনে আমি একা,
বাদশাহ নবাব কোন কালে কভু
পায় নাকো মোর দেখা।
শাহীদরবার দেখিনি কো আমি
ফুলদানী কারে বলে,
রোদে পুড়ে আমি খাক হয়ে যাই
বর্ষাতে ভিজি জলে।
আমি ফুটি -
আমি দখিনা হাওয়ার নাচনের তালে
খাই শুধু লুটোপুটি।
বনদেবী মোরে চুমো দিয়ে যায়
ভ্রমর এখানে গুনগুনে গায় -
হাসি আর আমি ভালবাসি প্রিয়া
সবুজের মহা মেলা,
বুলবুলি নাচে তরু শাখে মোর
প্রজাপতি করে খেলা।
ঊষা দিদি মোরে স্নান করে দেয়
সোনালী শিশির জলে,
ভোরের পাপিয়া গান গেয়ে মালা
পরালে আমার গলে।
টুনটুনি খেলে দোলায়ে আমার
ফুল ভরা তরু শাখে,

প্রেমের পরশে জানি না ভ্রমর
বসে কার ছবি আঁকে।
ঝরি যবে তলে অবশেষে আমি
স্বর্গের শোভা এল যেন নামি -
রয়ে রয়ে খেলা কি রূপের মেলা
আমার অঙিনা ভোরে,
এর চেয়ে শোভা কোথা আছে বল
ধরণী উজালা করে।

বাগিচার ফুল

বাগিচার ফুল শোভা করে জানি
বাদশাহী দরবার,
সুবাসে মাতায়ে শাহী মজলিস
ফুলে ফুলে কি বাহার।
সবাই খুশিতে মসগুল
আর হাসি খুশি বালাখানা
সুখের সাথী যে দুখের বেদনা
জেনেও যায় না জানা।
পূর্ণিমা চাঁদ আকাশের বুকে,
হাসায়ে ধরণী নাচে যেন সুখে।
এক দিন যবে অমানিশা হবে
আঁধার আসিবে ঘিরে।
চাঁদের বিরহে কাঁদিবে রজনী
ধরণীর আঁখি নীরে।

একই ধারা মতে ঝরিবে যে দিন
ফুলদানী ভরা ফুল,
মনে হবে হায় জীবনই আমার
শুধু মায়া ভরা ভুল।
প্রভাতে নোংরা ঝাঁটার আঘাতে
ঝুড়িতে তুলিবে সেদিন বাঁহাতে,
সবই ভুলে যাবে আমার সুনাম
ফেলিবে আস্তাকুড়ে।
কাঁদিবে সেদিন বাদশাহী ফুল
নিরবে হৃদয় জুড়ে।
এই তো সুনাম এই পরিণাম
এই তো মায়ার খেলা,
ধরণী সত্যি ভাঙা গড়া আর
কান্না হাসির মেলা।

প্রেমিকের চিঠি

তুমি আজ কত দূরে -
আঁখির আড়ালে সরে আছো তবু
রয়েছ হৃদয় জুড়ে।
সোনার বাঁধানো তসবীর তব
দোলে যদি বুকে তবু।
চাঁদমুখ তব বিনা দর্শনে
শান্তি পাই না কভু।

শয়নে স্বপনে তুমি প্রিয়া মোর
নয়নের মায়া ছবি।
আমি শুধু প্রিয়া তোমার ভুবনে
বেঁচে রব হয়ে কবি।
কত ভালবাস জানি না প্রিয়াগো
জানাও কবিতা লিখে।
তোমার মন কি ছুটে মরে প্রিয়া
আমার মনের দিকে।

মানুষ চেনা দায়

মালিক তোমার সারা পৃথিবীর
সব কিছু চেনা যায়,
কিন্তু তোমার সৃষ্টির সেরা
মানুষকে চেনা দায়।
গাছ পাতা আর ফল ফুল বলো
কত রকমের প্রাণী -
আমরা কিন্তু সবারই চেহারা
গুণগত মান জানি।
বিবেক এদের দেয় নিকো প্রভু
বেইমানী তাই, করে নাকো কভু
নিজগুণে এরা সুনামে কুনামে
সেবা করে দিবারাতি।
তাই তো ধরাতে জীব জগতের

এরাই জীবন সাথী।
আসমানে দোলে চন্দ্র সূর্য্য
গ্রহ তারা কত শত -
সবাই কিন্তু নিয়োজিত কাজে
মালিকের কথা মত।
আমরা তো বলি প্রকৃতির খেলা
বিশ্বধরণী কি মজার মেলা
খেলায় মেলায় খুশীর দোলায়
জীবনের বেলা শেষ।
বিবেক থেকেও ভুলে গেলি সব
মালিকের উপদেশ।
কথায় কর্মে মিল নেই কিছু -
প্রাণ ছোটে শুধু স্বার্থের পিছু,
হক্‌কে না হক্ বানাতে কত না
শয়তানী জাল বোনে।
কার সম্পদ কেবা বল আজ
ভোগ করে খুশী মনে।
থানা পুলিশের কি যে ব্যবহার -
সবাই জেনেছে গিয়ে একবার
সিন্নী খেয়েও ভরা ডোবাইতে
কাঁপেনা এদের প্রাণ।
জানি না কি ধাতু দিয়ে গড়িয়াছে
বিশ্বের ভগবান।

ধর্ম কর্ম জ্ঞান বিবেচনা
বিকায়ে কিনেছে, ঘুসের বাসনা-
সত্যি এটা কি সৃষ্টির সেরা মানুষের পরিচয় ?
ধর্মের বাণী, যেন সেচা পানি
এতে নেই কোন ভয়।
এই যদি হয় শাসনের মান
কেমনে বাঁচিবে মান সম্মান,
যাদেরই অর্থ, তাদেরই স্বার্থ
তারাই এখানে সুখে।
আম জনতার নয়নের জলে
দিন কাটে শুধু দুখে।
সরকারে আজ কত দলাদলি
কেবা যে মন্দ, কারে ভাল বলি -
সবাই এখানে মহা চোরা বালি
যাত্রীরা হুঁসিয়ার।
জ্ঞানের আলোকে বিবেকের বলে
হতে হবে তোরে পার।
এরা কেউ তোর নয়রে আপন -
রঙিন আশার দেখায়ে স্বপন
স্বর্গ সুখের গল্প শুনে
ভেবনা স্বর্গ যাবো।
দুখের আঁধারে ভেবনা বন্ধু
পথের সঙ্গী পাবো।

মরবে তোমরা খুনোখুনি করে -
নেতারা কিন্তু পড়বে রে সরে
যার ফাটবার ফেটে যাবে বুক
ঝরবে অশ্রুধারা।
কার অভিশাপে কেন হল আজ
শিশুরা পিতৃ হারা?
শান্তনা আর সমবেদনায়
জুড়াবে বিরহ জ্বালা -
কাটাগলে তাই নেতারা পরালো
হলুদ ফুলের মালা।
এইতো বন্ধু রাজনীতি করা,
এই তার পরিণাম।
জগতে কভু কি পেরেছে মেটাতে
জীবনের কারো দাম?

বসন্ত

শীতের পরশ ভাঙলো কে আজ
দখিন হাওয়ার ঢেউ দিয়ে,
আসছে ফাগুন বসন্ত ঐ
স্বর্গ হতে গান গেয়ে।
ডালে ডালে গাইলো পাখি
বাঁধলো ভালোবাসার রাখি,
হচ্ছে রে আজ মায়ের পূজা

রং বেরঙের ফুল নিয়ে।
মধুর আশে নাচছে ভ্রমর
ফুলের পাশে গুনগুনে।
আজকে তরুর শূন্য শাখে
দোল দিল হায় কিসের গান -
সবুজ পাতায় জাগলো হেসে
মিললোরে আজ নূতন প্রাণ।
সেই পুরানো সুর ধরে হায় -
কোন সে পথিক গান গেয়ে যায় ।
কোন সে বনের বাঁকা পথে
বাজিয়ে বীণার তান।
শুনবি যদি আয় ছুটে আয়
বাংলা মায়ের গান।

বাউল গান

মানুষ হয়ে জন্মালি হায়
মানুষ হলি না।
সৃষ্টি সেরা হয়েও তোরা
স্রষ্টা চিনলি না।
কিনলি শুধু বাড়ি গাড়ি,
টাকায় টাকা করলি কাঁড়ি,

এলেম গুণের বুঝলি না গুণ
জীবন বুঝলি না।
হালাল হারাম সবই ভুলে
যা পেলি সব আনলি তুলে,
তুই ঘর সাজালি, বউ সাজালি
মন সাজালি না।
আসল নকল চিনলি না হায়
কে যে আপন পর।
জীবনবালুর চরে বন্ধু
বাঁধলি সোনার ঘর।
তাই ফুল কুড়াতে
ভুল কুড়ালি
সুবাস দেখলি না।

মা গো আমার মা

মা গো আমার মা-
এই দুনিয়ায় তোমার মতো কেউ তো হবে না।
আমার দুখে কাঁদো তুমি
হাসো আমার সুখে
এত মায়া কে দিলে মা রাখলে ধরে বুকে।
মা গো আমার মা-
জড়িয়ে গলা তাকাই যখন
তোমার মুখের পানে

স্বর্গ সুখের শান্তি ঝরে
তোমার মায়ার টানে।
মা গো আমার মা-
ঝড় বাদলে বজ্র হানে
আকাশ মেঘে জোড়া,
আঁধার চিরে ছুটছে রণে
বিদ্যুতেরই ঘোড়া।
ভয় পেয়ে মা চমকে উঠি
লুকাই তোমার কোলে
ভয়ের দানব লুকিয়ে পালায়
তুমি আছো বলে।
মা গো আমার মা-
জানো মা তোর চেয়েও আছে
আর এক দয়াবান।
তিনি তো সেই বিশ্ব প্রভু
সবই তাহার দান।
তাইতো তাহার গাই গুণগান
আমরা দিবারাতি,
নাইকো শরিক একাই মালিক
নাই কেহ তার সাথী।
তাঁর ভরসায় ভাসিয়ে দিলাম
মোদের জীবন তরী,
সুখে দুখের জোয়ার ভাঁটায়
তাঁকেই স্মরণ করি।

তাঁর করুণায় তোমার দোয়ায়
তরিয়ে যাবো মা,
এই দুনিয়ায় তোমার মতো
কেউ তো হবে না।
মা গো আমার মা-

গুরুদক্ষিণা

শিখলি যাদের কাছে
যার দৌলতে গদি পেলি হায়
ভুলে গেলি আজ তাকে?

বিদায় লগ্নে দক্ষিণা দিলি
ঝরায়ে নয়নে জল,
হাসির বদলে কাঁদায়ে ছাড়িলি
ভেঙে দিলি মনোবল।

আফশোষ ভগবান
আফশোষ ভগবান
তোমার জগতে আজ দেখো প্রভু
গুরুর এ কি অপমান!

চলিতে পারিনা বয়সের ভারে
চোখে দেখি নাকো হায়।

পরিবারে মোর কি যে অনটন
কারে বলি মহাশয়।
বিবিরে আমার ওষুধের লাগি
হাত পাতি দ্বারে দ্বারে
ছেলে মেয়েদের পরাবো কি হায়
পেট কাঁদে বারে বারে।
দেনার জ্বালায় ঘরে বসে থাকি
পালায়ে কোথায় যাবো।
কার কাছে বলো, মাথা ঠুকে হায়
সুরাহা কিছুটা পাবো।

ঘর ভেঙে গেছে থাকি কোথা বলো
কার কাছে পাবো ঠাই,
ভাই বলো আর আত্মীয় স্বজন
আজ মোর কেহ নাই।
গচ্ছিত মোর যে টাকা রয়েছে
সরকারি দপ্তরে।
বাবুরা বলেকি সময় হয়নি -
এস দুইমাস পরে।
এমনই করিয়া কত যে দু'মাস
কত বছরের পরে -
এর মাঝে মোর বিবি চলে গেছে
ধরনীর পরপারে।

যারা দিল প্রাণ হয়ে কোরবান
পেল শুধু অভিশাপ।
বুকের রক্তে ধুয়ে দিতে হবে
এই গ্লানি মহাপাপ।
এতো দুঃখ এতো কষ্ট
জীবনে দাওনি প্রভু
যদিও জগতে তোমারে স্মরিয়া
চলিতে পারিনি কভু।
জগত তোমার তুমি বিচারক
শেষ বিচারের স্বামী।
দরবারে তব অশ্রু নয়নে
ফরিয়াদি আজ আমি।
দুঃখ কান্না অপমান-এরা
বুঝিতে চায়না কভু।
জীবনে এদের চরম শিক্ষা
এক বার দিও প্রভু।
দুঃখ করোনা, শোনহে বন্ধু,
এটা নয় অভিশাপ !
গুরু সেবা বিনা কভু ওরে তোর
হবে নাকো গোনা মাফ।

নামতে তোমায় হবেই

হাওয়ার জোরে উড়ছে ফানুস
পদের জোরে নেতা।
পড়লে হাওয়া, ছুটলেরে পদ
পড়বি যেথা সেথা।
মাটির মানুষ মাটিতে আয়
চাসনা আকাশ পানে।
জন্ম কোথায় ক্ষমতা সব
দেশের মানুষ জানে।
যাদের মাথায় হাত বুলায়ে
হলি বড় বাবু।
তাদের কোলে আসবি ফিরে
যখন হবি কাবু।

কান্না হাসির ঈদ

ঈদের দিনে খুশি এলো
এলো কারো চোখে বারি।
কান্না হাসির ঢেউয়ের তালে
দুলছে রে আজ দুনিয়াদারী।
পিতৃ হারা এতিম যারা
কাঁদছে বসে ঈদের দিনে।
তুই খোদা বল কে দেবে হায়

ঈদের জামা মোদের কিনে।
কাঁদছে একা বাপ মা হারা
কার মেয়ে ওই শিউলি তলে,
কবর মাঝে তুই শুয়ে মা
আরাম করিস আমায় ভুলে।
আমি কাঁদি তোর শোকে হায়
বুক ভাসে মোর নয়ন জলে।
সব ছেলেরা নতুন জামার
চমক দিয়ে ঈদগাহ্ চলে।
কেউ তো আমায় ডাকল নাকো
নেয়নি আমায় বুকে তুলে।
মোছায়নি মোর চোখের পানি
জল ঢালেনি আমার চুলে।
স্বামী হারা বধূ কাঁদে
ঈদের খুশি কোথায় বল -
স্বামীর কোলের সুখের মজা
এর চাহিতে অনেক ভালো।
নতুন শাড়ী গয়না গাঁটির
চমক আমার দেখবে কে হায়,
আমার রূপের করবে তারিফ
সে মোর মানুষ হায়রে কোথায়।
রুটি সেমুই আসে যখন
সামনে মায়ের খাবার তরে,

খাবে কি মা! ব্যাটার শোকে
নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরে।
শুধুই খুশি এই দুনিয়ায়
একটিও দিন দেয়নি প্রভু,
এই দুনিয়ায় একটিও দিন
দুঃখ আবার দেয়নি কভু।
কান্না হাসির দোলায় চড়ে
দিন আসে আর রাত চলে যায়,
রাতের বেলায় একই দোলায়
রাত আসে দিন গান গেয়ে যায়।

যত হাসি তত কান্না

যত খুশি হাসো বন্ধু
খাওনা লুটোপুটি।
চোখের জলে না ভাসালে বুক
নেইকো তোমার ছুটি।
কান্না হাসির এই দুনিয়ায়
দুঃখ সুখের হাওয়া।
মুখের হাসি চোখের জলে
যায় রে শুধু ধোয়া।

মানুষ

জীব জানোয়ার নইকো আমি
দৈত্য দানব নই।
ইত্ আদমের পুত্র আমি
তাইতো মানুষ হই।
বিশ্ব সৃষ্টি মোদের লাগি
জন্যে কারও নয়।
সবাই মোদের ভয় করে তাই
বিশ্ব মোদের জয়।
মানুষ আমি, মানুষ বুঝি
মানুষ ছাড়া পাইনি খুঁজি,
সৃষ্টি সেরা বিশ্ব প্রভুর
মানুষ মহান জাতি।
সব সৃষ্টিই মানব সেবায়
সবাই সবার সাথী।
ভৌগলিকের ধর্ম গুণে
নানা রূপের দেশ।
তাইতো মোরা সবাই পরি
হরেক রকম বেশ।
নানা দেশের মানুষ মোদের
নানা রকম ভাষা।
রঙ চেহারায় গরমিলে সব
দেখতে কেমন খাসা।

কিন্তু মোরা সবাই তো ভাই
সেই আদমের লাল।
ভিন্ন নামের প্রকার ভেদে
বাঁধল মহাকাল।
বিশ্বজুড়ে ধর্ম কত,
ধর্মগুরু কতশত,
বিবাদ এল একটি নিয়ে
কেমন ভগবান।
জ্ঞান বিবেকে বুঝবি যাকে
কর গিয়ে তার নাম।
তোর ভগবান তোর ঘরে থাক,
আমার খোদা মোর বুকে থাক,
থাক না সে গড় গীর্জা মাঝে
হিংসা মহাপাপ।
আয়না সবাই তওবা করে
দিল করি আজ সাফ।

সমাপ্ত

কবি পরিচিতি

কবি মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দার। ১৯৩১ সালের ১ জুন হাওড়া জেলার উনসানী দক্ষিণ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। এখন অবসরপ্রাপ্ত।

ছাত্রাবস্থায় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন কবির কবিতা লেখার শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জসীমুদ্দিন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের কবিতা পড়তে পড়তেই তাঁর অনুপ্রেরণা।

কবির প্রিয় কবি ওমর খৈয়াম। তাঁর সখ কবিতা লেখা। বাংলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক পত্রে ছাপার অক্ষরে ভরে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতা। সদালাপি কবি মোহাম্মদ শাহ্ জামাল সর্দারের 'ঝরা ফুলের হাসি' তাঁর প্রথম প্রকাশিত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ এবং 'পড়বে বন্ধু ভাববে কিন্তু' তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবি 'আজকের বাংলা' সংবাদ পত্রের প্রধান উপদেষ্টা। 'বিশ্বমায়ার খেলায়' কবি থমকে গেলেন ২৪ নভেম্বর ২০১৭, শুক্রবার।